بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা (তওবা ও আস্তাগ্‌ফার) -এর প্রকৃত রূপরেখা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৫ আগস্ট, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা কবুল করেন, তবে শর্ত এটাই যে তা যেন সত্যিকারের তওবা হয়, শুধু মৌখিক ভাবে নয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা প্রকৃত তওবা করে আল্লাহ্ তাআলা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কল্যানমন্ডিত করে থাকেন, তাছাড়া এটি ঐশী শাস্তি এড়ানোরও একটি উপায়।

আন্তরিক ভাবে ক্ষমা যাচনাকারীরা মহান আল্লাহ্‌র কৃপা আকৃষ্ট করে থাকে। এক জায়গায়, আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে অনেক তওবা কবুলকারী (এবং) বার বার করুণা প্রদর্শনকারী দেখতে পাবে, তবে শর্ত হল ক্ষমা প্রার্থনা এবং তওবা যেন প্রকৃত অন্তঃকরণে হয়।

একটি হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'গুনাহ্‌র প্রতি অনুশোচনাকারী এমন যেন সে কখনো কোনো পাপই করেনি।' আল্লাহ্ তাআলা যখন কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন পাপ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, অর্থাৎ পাপের উদ্দেশ্য তাকে মন্দের দিকে প্ররোচিত করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তাকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করেন। মহানবী (সা.) তওবার লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন, (দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে) প্রবল আক্ষেপ ও অনুতাপ হচ্ছে তওবার প্রতীক। তাই প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি যেখানে গুনাহ থেকে মুক্ত, সেখানে সে মহান আল্লাহ্‌র ভালোবাসাও অর্জন করে এবং তাঁর রহমতও বারবার লাভ করে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রকৃত তওবার শর্তগুলির বিষয়ে বলেছেন ঃ প্রথম শর্ত হল মন্দ চিন্তা ও

মন্দ কল্পনা পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় শর্ত হল প্রকৃত অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রদর্শন করা। তৃতীয় শর্ত হলো, দৃঢ় সংকল্পের সাথে এসব মন্দের ধারে কাছে না যাওয়া। আর এখানেই থেমে যাবেন না যে আপনি মন্দের ধারে কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং এটিই যথেষ্ট, বরং উত্তম নৈতিকতা এবং বিশুদ্ধ কর্ম যেন এর স্থান নিয়ে নেয়।

সুতরাং এটাই হল প্রকৃত তওবা এবং প্রকৃত অনুতাপ। যখন এই অবস্থা অর্জিত হয়, তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার ক্ষমা ও অনুশোচনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি (আ.) এটা নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, এমন কোন উপলক্ষ ছিল না যখন তিনি (আ.) এ বিষয়ে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। অতএব,এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.) এর আদেশ ও বাণীর আলোকে বর্ণিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনাগুলি সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রেখে সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা বয়াতের প্রকৃত অঙ্গীকার রক্ষাকারী হয়ে উঠতে পারি।

আমরা যদি নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ পরিবর্তন সৃষ্টি না করি এবং প্রকৃত অনুশোচনা ও ক্ষমার প্রতি মনোযোগ না দিই, তাহলে আমাদের নিজেদের সংস্কারের অঙ্গীকার আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। তিনি (আ.) বলেন যে, এটা স্পষ্ট যে মানুষ তার স্বভাবগত দিক থেকে খুবই দুর্বল এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র শত আদেশের বোঝা তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই তার স্বভাব হল সে তার কিছু নির্দেশ পালন করতে পারে না। আবার অনেক সময় আত্মার দুর্বলতাজনিত কারণে কিছু প্রার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাকে কাবু করে। তাই তার দুর্বলতা ও সহজাত প্রবৃত্তির কারণে যে কোন ভুলের সময় অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার অধিকার তার আছে, যাতে আল্লাহ্র রহমত তাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটা নিশ্চিত যে, যদি আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী না হতেন, তাহলে শত শত আদেশের বোঝা কখনোই মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো না। এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ বার বার তওবাকারীর তওবা গ্রহণকারী এবং অসীম ক্ষমাশীল। তওবার অর্থ হল, একজন ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তির সাথে একটি মন্দ কাজ ত্যাগ করে যে, এর পরে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলেও সে আর কখনো খারাপ কাজ করবে না।

তাই এটিই শর্ত তওবা এমন হওয়া উচিত। সুতরাং, যখন একজন ব্যক্তি এই আন্তরিকতা এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে সর্বশক্তিমান খোদার দিকে ফিরে যায়, তখন খোদা স্বয়ং সদয় ও করুণাময়, তিনি এই পাপের শাস্তি ক্ষমা করেন এবং এটি খোদার সর্বোচ্চ গুণাবলীর মধ্যে একটি যা তিনি অনুতাপ কবুল করে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন।

অনেকে বলেন, আমরা এতবার তওবা করেছি, একশ বা এক হাজার তাসবীহ পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যখন ক্ষমা চাওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাইবেন, তখন তারা হতবাক হয়ে যাবেন। একজন ব্যক্তির আন্তরিকভাবে তার অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা উচিত যাতে তার দ্বারা সংঘটিত পাপ ও অপরাধের শাস্তি না হয়, সেগুলি যেন ক্ষমা করা হয়। এরপর ভবিষ্যতে সর্বদা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে তার হৃদয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে ভাল কাজ করার এবং পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ লাভ হয়।

আপনি আপনার নিজের ভাষায় ক্ষমা চাইতে পারেন যাতে সর্বশক্তিমান খোদা অতীতের পাপ ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতের পাপ থেকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে ভাল কাজ করার সুযোগ দেন, এটিই প্রকৃত ক্ষমা। কেবল আন্তরিক ভাবে করা দোয়াই খোদার দরবারে পৌঁছায়। জিহ্বা কেবল হৃদয়ের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। মৌখিক অনুশোচনা কোন কাজে আসে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমাদের জামা'তেরও কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা

উচিত। যদি কোন ব্যক্তি বয়াত করার পরেও কোন পরিবর্তন না দেখায়, তার স্ত্রীর সাথে আগের মতই ব্যবহার করে এবং পরিবার ও সন্তান সন্ততিদের সাথে আগের মতই ব্যবহার করে, তাহলে এটা ঠিক নয়। বয়াতের পরও যদি একই রকম অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার থেকে যায় এবং পরিস্থিতি আগের মতই থেকে যায়, তাহলে বয়াত করে কি লাভ? আনুগত্যের শপথ করার পর অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে এমনভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত যাতে তারা বলে যে সে এখন আর আগের মতো নেই। এবং এটিই প্রকৃত আস্তাগ্‌ফারের ফলাফল হওয়া উচিত।

কিছু অজ্ঞ যাজক মহানবী (সা.) এর আস্তাগ্‌ফার (ক্ষমা যাচনা চাওয়া)'র ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে এবং লিখেছে যে, তাঁর (সা.) এর ক্ষমা চাওয়া প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.) একজন পাপী (নাউযুবিল্লাহ্)। এই অজ্ঞ লোকেরা বোঝে না যে আস্তাগ্‌ফার একটি উচ্চস্তরীয় গুণ। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে তৈরি যে দুর্বলতা তার স্বাভাবিক প্রয়োজন। নবীগণ মানবীয় এই স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত, তাই তারা প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এমনভাবে রক্ষা করুন যাতে সেসব মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ না পায়।

কেউ দাবি করতে পারে না যে আমি নিজের শক্তিতে পাপ এড়াতে পারি। তাই নবীদেরও সুরক্ষার জন্য খোদার প্রয়োজন। এ কারণে বিগত নবী-রসূলদের মতোই মহানবী (সা.)ও তাঁর ভক্তি প্রকাশের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

খ্রিস্টানদের এই ধারণা যে যিশু ক্ষমা চাননি, এটা ঠিক নয়। বাইবেল থেকে স্পষ্ট যে তিনি তার দুর্বলতা স্বীকার করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন ঃ আচ্ছা বলুন তো 'এলি এলি লামা সাবকতানী' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? কেন সে **আবি আবি** (অর্থাৎ পিতা পিতা) বলে চিৎকার করল না? এলকে হিব্রুতে খোদা বলা হয়। এর অর্থ হলো করুণা ও অনুগ্রহ করো এবং আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিও না, অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করো।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি এক বিঘত আল্লাহ্‌র পানে এগিয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার কাছে হাত ভর এগিয়ে আসেন, যদি কোনো ব্যক্তি হেঁটে আসেন, তাহলে মহান আল্লাহ্ তার পানে দ্রুত অগ্রসর হন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সর্বোচ্চ রহমত, অনুগ্রহ ও ক্ষমা দান করেন, কিন্তু সে যদি আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ্ তাআলা কিসের পরোয়া করেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তাআলার দুটি নাম উপস্থাপন করেছে। **আল্-হাইয়্যু** এবং **আল্-কাইয়ুম**। আল্-হাইয়্যু অর্থ খোদা চিরঞ্জীব এবং অন্যদের জীবন দান করেন এবং আল-কাইয়ুম হল স্ব-প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যদের অস্তিত্বের প্রধান কারণ। প্রত্যেক জিনিসের বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব এবং জীবন এই দুটি গুণের কারণে। তাই **হাইয়্যু** গুণটি চায় তার উপাসনা করা হোক, যেমনটা সূরা ফাতিহাতে এর প্রকাশ ইয়্যাকা না'বদু রূপে হয়েছে, একইভাবে **আল্-কাইয়ুম** চায় তার কাছে সাহায্য কামনা করা হোক, যেমনটা ইয়্যাকা নাসতাঈন এর মাধ্যমে এর প্রকাশ হয়েছে। মানুষের প্রতিটি পরিস্থিতিতে খোদার প্রয়োজন। তাই খোদার কাছে শক্তি কামনা করা উচিত এবং এটাই প্রকৃত আস্তাগ্‌ফার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে ভাল কাজ এবং ইবাদত নিজে থেকে উপভোগ করা যায় না। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপায় অর্জিত হয়। এর জন্য, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা আতঙ্কিত না হয়ে যেন সর্বশক্তিমান খোদার কাছে তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহের জন্য সকাতর দোয়া করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্যও দোয়া কর। আর এসব দোয়াতে কখনও ক্লান্ত হয়ো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'মনে রাখবেন যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শুধু ওষুধ ও পরামর্শের

উপর নির্ভর করা বোকামি। আপনার জীবনে এমন একটি পরিবর্তন সাধন করুন যাতে আপনি মনে করেন যে নতুন জীবন হল আস্তাগ্‌ফারের জীবন। অনেক ক্ষমা চাও। ব্যস্ততার কারণে যাদের অবসর সময় কম তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়া উচিত। চাকুরীজীবী লোকেরা প্রায়শই খোদার দায়িত্ব মিস করেন তাই বাধ্যতামূলক অবস্থায় যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা জায়েয। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো সময়মত নামায আদায় করতে হবে। আল্লাহ্‌র হক ও বান্দাদের অধিকারের অপব্যবহার করবেন না। নিষ্ঠার সাথে আপনার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করুন।

তাই মৌলিক আদেশগুলো সামনে রেখে সঠিকভাবে অনুসরণ করলেই তওবা ও আস্তাগ্‌ফার লাভজনক। নামায আদায়ে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে, আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হকও সঠিকভাবে আদায় করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ তওবা কবুল হয় না এমন কথা বলো না। মনে রাখবেন আপনি কখনই আপনার কর্ম থেকে এড়াতে পারবেন না। অনুগ্রহ সর্বদা রক্ষা করে, আ'মালের দ্বারা তা হয় না। তিনি বলেন ঃ হে পরম করুণাময় আল্লাহ্! আমাদের সকলের প্রতি রহম করুন, আমরা আপনার বান্দা এবং আপনার আশ্রয়ে পতিত হয়েছি। মহান আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করেন এবং আমরা যেন তওবা করার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি এবং ক্ষমা চাওয়ার বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

জুমআর খুতবা শেষে হুজুর আনোয়ার ৪ জন মরহুম ও তাদের খেদমতের কথা উল্লেখ করেন এবং জুম'আর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

*বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : ১.**ফতেহ ইসলাম (ইসলামের বিজয়)**, ও ২. **নামায মুতারজম (অনুবাদ সহ নামায)**। দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
25 August 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in